আসলেই কি উনারাও- - - - !!!!!

প্রায় পনর / বিশ বছর আগে গল্পটা কোথাও পরেছিলাম নাকি কারো কাছে শুনেছিলাম তা আর ঠিক মনে নেই। প্রথম প্রথম অনেক মনে পড়লেও সময়ের আবর্তে তা এক সময় একদম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু গত কয়েক দিনে সেই পুরনো গল্পটা আবার মনের মাঝে বার বার উকি মারছে, কেন মারছে তা পাঠকদের একটু পরেই বলছি। গল্পটার পুরোটা এখন আর সেভাবে মনে নেই তবে তার মূল বক্তব্যটা মনে আছে, আর সেই সারাংশটাই নিচে উদ্ধৃতি করছি পাঠকদের উদ্দেশ্যে : -

ব্রিটিশ আমলের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওর্য়াদী (১৮৯২ - ১৯৬৩) একদা পাবনার (বাংলাদেশ) হেমায়েতপুরের মানসিক হাসপাতাল (পাগলখানা) পরিদর্শনে যান। সেখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে পুরো হাসপাতাল / পাগলখানা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন, থাকা খাওয়া, চিকিৎসা সহ সমস্ত সুবিধা অসুবিধা ও আইন কানুন দেখানোর সাথে সাথে সব বিষয়েই তাকে ব্রিফ করা হচিছল। সোহাওর্য়াদী সাহেব হাসপাতাল পরিদর্শন করতে করতে এক জায়গায় যেয়ে দেখলেন একজন খুবই সাধারণ মতো দেখতে লোক বেশ আগ্রহ সহকারে উনার দিকে তাকিয়ে আছে, তিনি কাছে গিয়ে লোকটির কুশলাদি জানতে চাইলে লোকটি বেশ সহজ ও সরল ভাবে উত্তর দিতে লাগল - স্যার, আমি একজন অতি সামান্য মানুষ। অনেক দিন যাবত এখানে পরে আছি, আমি জানি না কেন কর্তৃপক্ষ আমাকে এখানে আটকিয়ে রেখেছেন। বাড়িতে আমার বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী সন্তান আছে। তাদের চিন্তায় আমি সারাক্ষন অস্থির থাকি অথচ তাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারিনা। আমি নিজেকে সর্ম্পুন সুস্থ মনে করলেও আমাকে কিছুতেই কর্তৃপক্ষ ছুটি দিচ্ছেন না। অথচ আমি স্ত্রী পুত্রদের চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হয় না, তাদের চিন্তায় আমার মনে হয় আমি আবার পাগল হয়ে যাব। স্যার আপনি যদি দয়া করে আমার বিষয়টা একটু বলে দিতেন তবে আমি সারা জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। লোকটির কথায় সোহরাওয়ার্দি সাহেবের মনে দয়া ও বিশ্বাস হলো লোকটি আসলেই ভাল ও সুস্থ, ডাক্তারদের উদাসিনতার জন্যই হয়তো তার মুক্তি হচ্ছে না। এমন একজন ভালো লোককে আটকে রেখে তাকে পাগল আখ্যা দেয়ায় সোহরাওর্য়াদী সাহেব বেশ মনক্ষুন্ন হলেন। তিনি তার বিষয়ে দেখবেন কথা দিয়ে বিদায় নিলেও লোকটি সোহরাওয়ার্দি সাহেবের সাথে সাথে ঘুরে খুব আগ্রহ সহকারে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডসহ আরো অনেক বিষয়েই ব্রিফিং করতে লাগল। লোকটির প্রতি মন্ত্রী মহোদয়ে আগ্রহের কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লোকটিকে কোন বাধা দেওয়ার চেষ্টা / সাহস করল না। হাসপাতের ভাল- মন্দ সব বিষয়ে লোকটি যতই ব্যাখা করতে ছিল সোহরাওর্য়াদি সাহেবের ততই মনে হচ্ছিল কর্তৃপক্ষ আসলেই ভুল করে বা অবহেলা করেই তাকে এখানে থাকতে বাধ্য করেছে। একটা পাগল বা অসুস্থ লোক এমন সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারার কথা নয়। অবশেষে পরিদর্শন পর্ব শেষ করে বোর্ড মিটিং এ বিষয়টা তুললে সব ডাক্তাররাই তার ভয়ানক অসুস্থতার পক্ষে মতামত দেওয়ার পরও সোহরাওয়ার্দি সাহেব তার বিষয়টা চিন্তা করতে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়ে চলে আসার মূর্হুতে লোকটি কাছে আসলে সোহরাওয়র্দি সাহেব তার মুক্তির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে দেখবেন বলে জানালেন এবং সাথে তাকে ধন্যবাদ জানালেন হাসপাতাল পরিদর্শনে এ সাহায্যের জন্য। লোকটি অতি বিনয়ের সাথে জানাল মন্ত্রী মহোদয়ের উপকারের কথা সে কোন দিন ভুলবে না, সাথে আরো জানাল সময়াভাবে হাসপাতালের অতি গুরুত্বপূর্ন একটা জায়গা মন্ত্রী মহোদয়কে দেখাতে পারল না বলে তার খুব খারাপ লাগছে, মন্ত্রী মহোদয় যদি তাকে আধ মিনিট সময় দেন তবে সে এই জায়গাটা এখনই দেখাতে পারে। অবশ্যই, কোন জায়গাটা দেখাতে চান দেখান- সোহরাওয়ার্দি সাহেবের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে লোকটি চট করে প্যান্টের জিপার খুলে তার বিশেষ একটি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে সহাস্যে বলল - " স্যার, এই পর্যন্ত আপনি যত জায়গা দেখেছেন তার মধ্যে এই জায়গাটা হলো এই হাসপাতালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন জায়গা −−−−−। এখানে যদি স্যার একবার গন্ডগোল হয় তবে হাজারো চিকিৎসাতেও মাথা আর ঠিক থাকে না" - বলেই

তৃপ্তি সহকারে বিজ্ঞের হাসি দিয়ে মন্ত্রি মহোদয়ের পানে তাকিয়ে রইল। ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সবাই ভীষন ভাবে বিব্রতকর অবস্থায় পরে গেলেও মূর্হুতের মধ্যেই মন্ত্রী সাহেব ঘুরে পিছনে দাড়ানো প্রধান পরিচালকের উদ্দেশ্যে বললেন - সরি, ডিরেক্টর সাহেব। আমি ভুল বুঝেছিলাম- "মনে হচ্ছে লোকটি আসলেই অসুস্থ" বলেই গাড়িতে উঠে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

পাঠকমহোদয়, বর্ণিত গল্পটা সত্যি নাকি কারো সাজানো তা আমি জানি না, তবে এই গল্পের মধ্যে দিয়ে একটা সত্য ফুটে উঠেছে যে অনেক জ্ঞানী গুনীরাও সব সময় আসল জিনিসটা উপলব্দি করতে পারেন না আর আমরাতো কোন ছার - - - - । আমি একজন অতি সামান্য ছাপোষা মানুষ বিধায় প্রায় সারাক্ষনই জীবিকা ও সংসারের কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়, কিছু লিখার সময় হাতে একদম পাইনা বললেই চলে। তাছাড়া হাতে সময় থাকলেইতো আর লিখা যায় না। লিখতে হলে যে মেধা আর জ্ঞানের প্রয়োজন তা আমার একেবারেই নাই। আমার মাথায় মগজের চেয়ে একটা বিশেষ বস্তুর আধিক্যের কারণে কোন কথাই সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিতে বলতে বা লিখতে পারি না। তারপরেও আমার মনের ভাবটা সবার সাথে share করার লোভ সামলাতে না পেরেই লিখতে বসে গেলাম । আমার ভুলত্রুটি ও অক্ষমতাকে পাঠকবৃন্দ আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

অনেক দিন যাবৎ দেশের বাইরে থাকলেও মনটা পরে থাকে দেশেই, তাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও রীতিমতোই ইন্টারনেটে দৈনিক খবরর কাগজগুলিতে একবার চোখ বুলাতে চেষ্টা করি। চেষ্টা করি কোনো ভাল খবর শোনার কিন্তু বিধি বাম। দেশের বেশিরভাগ খবরই থাকে দুঃখের যা পড়ে শুধু মনটা হতাশাতেই ভরে উঠে। এই হতাশা ক্লান্ত মনটাকে কিছুক্ষনের মধ্যেই সজীব করে তুলে আমাদের E-forum গুলি। তাই গত কয়েক বছর ধরেই আমি মোটামুটি রীতিমতো চোখ বুলানোর চেষ্টা করি এই forum গুলিতে। এখানে অনেক জ্ঞানী বিজ্ঞ লেখকদের মূল্যবান লিখাগুলি আমাকে বেশ আনন্দ দিয়ে থাকে। অনেক মূল্যবান যুক্তি -পালটা যুক্তি সমৃদ্ধ লিখাগুলি পড়ে অনেক কথাই জানতে পারি যা আগে জানতাম না। বিশেষ করে মানবতা, বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ে লিখাগুলি পড়ে মনের অজান্তেই লেখকদের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করি। বিজ্ঞানের কত তত্ব ও তথ্য, ধর্মের কত পুংখানু পুংখানু বিচার বিশ্লেষন করেন সুন্দর করে তাদের লিখার মাধ্যমে। অনেক পড়াশুনা ও সাধনা ছাড়া যে এধরনের লিখা লেখা সম্ভব নয় তা নির্দিদ্ধায় বলা চলে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প- সাহিত্য, ধর্ম সমাজ তথা মানব সভ্যতার অগ্রগতির মূলচাবিকাটি তো এই জ্ঞানী গুনিরাই। তাদের প্রতি আমাদের মতো সাধারণ লোকদের শ্রদ্ধা ভক্তি করা কর্তব্য এবং আমজনতা তা করেনও বটে। আমরা সাধারণ পাঠক পাঠিকা কিই বা জানি আর কতই বা বুঝি এসব বিষয়ে। ধর্ম ব্যবসায়ীদের কথা (একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে বিশেষ বস্তুর ধুম্র মিশ্রিত বাক্য) বিনা তর্কে মেনে না নিলে যেমন আখেরাতে অনেক দুর্ভোগ আছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন তেমনি তাদের কথাও অনেকটা বিনা দিদ্ধায়ই বিশ্বাস করে নেই (না করে উপায় কি, পাছে আবার বাপ-দাদা চৌদ্দ গুষ্টিকে গালাগাল শুনাব নাকি!)। এত বিশ্বাসের মাঝেও কেমন করে জানি মাথায় পোকা ঢুকে যায়, কেবলি কুট কুট করে মগজে কামড়াতে থাকে। আর পোকাগুলিও কেমন করে জানি মাথায় থাকা বিশেষ পদার্থে না কামড়িয়ে সামান্য পরিমানে থাকা ঐ মগজেই কেবল কামড়ায়। আর পোকারইবা দোষ কি – মানবতার ধ্বজাধারী, বিজ্ঞানের মহা অনুরুক্ত ও একনিষ্ট কর্মী হিসাবে আত্মপরিচয় দানকারী সম্পাদক সাহেব যখন দেশ-জাতি, সভ্যতা, ভদ্রতা তথা মানবতার সকল নিয়ম কানুনকে পায়ে দলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বিনা দোষে ও প্রমানে "ক্রস বর্ডার বম্বিং" করার জন্য নিজ দেশের সরকারের উচিৎ বলে উৎসাহ দিতে থাকেন। এই বম্বিং এর কথা শুনে পোকারা আমাদের মত সাধারণ পাঠকের মাথাতেই যে বম্বিং করে নাই সেই তো আমাদের ভাগ্য। অপর দিকে ধর্ম বিশ্লষক হিসাবে বিবেচিত ভদ্রমহোদয় সাহেব পবিত্র ইসলাম ধর্ম হতে খুজে খুজে দুনম্বরি কেতাব তথা হাদিস কে বিচ্ছিন্ন করতে যেয়ে উল্লেখিত ধর্ম গ্রন্থ কোরানের মাঝে বিজ্ঞানের সকল আবিস্কারের মূল ফর্মূলা পেয়ে যাচ্ছেন। যা কিনা ১৪০০ বছর আগেই কোরানে দেয়া আছে। অতএব বিজ্ঞানের যত কৃতিত্ব তার মূলে ঐ কোরান। " তবে কেন মুসলিমরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেহযোগ্য অবদান রাখতে পারলনা " এই প্রশ্ন কোন পাঠক করলে দোষ হবে কি? না, এই প্রশ্ন করা হয়ত তেমন দোষ হবেনা, তবে সাধারণ বুদ্ধিহীনতার পরিচয় হবে। যাদের মাথায় আমার থেকে ঘিলুর পরিমান একটু বেশি আছে তারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে ঐসব আবিস্কার করার সময় কই! সব সময়তো শেষ করা হল ঐ এক নম্বর আর দু নম্বর খুজে খুজে আর বৌ-তালাকের ফতোয়া দিয়ে।

ঘরের বৌ ঝি বাদ দিয়ে "বিজ্ঞান" নিয়ে পরে থাকা তো আর কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় বোকারা, বুদ্ধিমানেরা না। অতএব - - - -
কিন্তু আমার মতো মাথায় কম ঘিলুর লোকেরা এই সোজা কথাটা বুঝতে পারে না। আর পারবে কি করে? ঐ যে পোকায় কামড়ায়।
তাই আমার মনে হোসেন শহীস সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মত বোধদোয় না হয়ে কেবল মনে প্রশ্ন জাগে " তাহলে উনারা আসলেই কি - - - - - - - - - - -!!

মজিবর রহমান তালুকদার।
দি ন্যাদারলেন্ডস।
১৪-০৮-২০০৬।